بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ জানুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ০৩ সুলাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর যুগান্তকারী রচনা 'ইসলামী উসূল কী ফিলসফী' বা ইসলামী নীতি দর্শন-এ খোদা তা'লাকে লাভ করা, তাঁকে চেনা এবং তাঁর সত্তার প্রতি ঈমান সুদৃঢ় করার আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থার উল্লেখ করতে গিয়ে আটটি মাধ্যম বর্ণনা করেছেন যেগুলো মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেও পূর্ণ করে। এখন আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মাধ্যম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা পঞ্চম মাধ্যম বা পন্থা হিসাবে তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,

প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ তা'লা 'মুজাহেদা' বা চেষ্টা-সাধনাকে পঞ্চম মাধ্যম আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার মাধ্যমে, নিজের শক্তিবৃত্তিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে, নিজের প্রাণকে খোদা তা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করার মাধ্যমে এবং নিজের জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র পথে কাজে লাগানোর মাধ্যমে যেন তাঁকে অন্বেষণ বা সন্ধান করা হয়। যেমনটি তিনি বলেছেন,

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (সূরা আত্ তওবা: ৪১)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ০৩)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবূত: ৭০)

অর্থাৎ, তোমাদের ধনসম্পদ, প্রাণ ও প্রবৃত্তিকে এর সমুদয় শক্তি সামর্থ্যসহ আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত কর। আর আমরা তোমাদেরকে যে বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান এবং মেধা ও দক্ষতা দান করেছি তার সবই খোদার পথে নিয়োজিত কর। যারা আমাদের পথে সব ধরনের চেষ্টা-সাধনা করে আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি।

এরপর খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন করার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

তোমরা ধনসম্পদকেও ভালোবাসবে আবার খোদা তা'লাকেও ভালোবাসবে- এটি কখনোই সম্ভব নয়। তোমরা যেকোন একটিকে ভালোবাসতে পার। অতএব সে-ই সৌভাগ্যবান যে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে খোদা তা'লাকে ভালোবেসে তাঁর পথে নিজ ধনসম্পদ খরচ করবে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার ধনসম্পদেও অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দান করা হবে। কেননা, ধনসম্পদ নিজে থেকে আসে না বরং খোদার ইচ্ছায় আসে। অতএব যে ব্যক্তি খোদা তা'লার জন্য নিজের ধনসম্পদের কিয়দংশ পরিত্যাগ করে, সে অবশ্যই তা ফিরে পাবে। আর যে ব্যক্তি ধনসম্পদকে ভালোবেসে খোদা তা'লার পথে যথাযথ সেবা করে না, সে নির্ঘাত সেই সম্পদ হারাবে। এরপর তিনি বলেন,

আমাদের জমা'তের প্রত্যেক সদস্যের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি এত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে অঙ্গীকার করে আল্লাহ তা'লা তার রিয্ক তথা আয়-উপার্জনে বরকত দান করেন। তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, যারা জানে না বা নবাগত অথবা যারা উদাসীনতা প্রদর্শন করে কিংবা ঔদাসিন্য না দেখালেও অনেক সময় যাদের আর্থিক

কুরবানী করার উপলব্ধি থাকে না তাদেরকে বোঝানো উচিত যে, তোমরা যদি সত্যিকার সম্পর্ক রেখে থাক তাহলে খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় ও মজবুত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও যে, আমি এত টাকা করে চাঁদা অবশ্যই দিব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন যাদেরকে চাঁদার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করা হলে তারা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করেন। আর এ কারণেই আমি গত কয়েক বছর ধরে জামা'তের ব্যবস্থাপনার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করছি যে, নবাগতদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথা আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারো এক পয়সা বা এক টাকা দেয়ার সামর্থ্য থাকলে সে যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা-ই দেয়। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে, কখনো কখনো বিত্তশালীরা একথা বলে দেয় অথবা জামা'তী ব্যবস্থাপনা আফ্রিকায় অথবা দরিদ্র দেশসমূহের কোন কোন জায়গায় কতককে এ কথা বলে দেয় বা কখনো কখনো এখানে কেউ কেউ তার দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দেয়, অথবা টাকা দিয়ে বলে যে, আচ্ছা দরিদ্রদের পক্ষ থেকে আমরা চাঁদা দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এটিও এক ধরনের পুণ্য, কিন্তু তারা দরিদ্র হলেও তাদের নিজেদের অংশগ্রহণ করা উচিত, তাদের যতটুকুই সামর্থ্য আছে। কেবল অর্থ সংগ্রহ করাই (চাঁদার) উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার খাতিরে তাঁর ধর্মের জন্য কুরবানী করা হলো মূল উদ্দেশ্য। অতএব যেখানে জামাতী ব্যবস্থাপনা এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে অর্থাৎ লোকেরা বলে দিল আর অন্য কারো নামে দিয়ে দিল– তারা ভুল করে। কখনো কখনো এমন কথাও আমার কানে আসে। যাহোক, সামগ্রিকভাবে আমি দেখেছি, বরং আর্থিক কুরবানীর যে রিপোর্ট আসে, তাতে বিশেষভাবে এটিই দেখা গেছে যে, তাতে দরিদ্র লোকদের আর্থিক কুরবানীর উল্লেখই বেশি থাকে। তাদের মাঝে এই চেতনা অধিক রয়েছে যে, আমাদের আর্থিক কুরবানী করতে হবে। এছাড়া প্রায় সময় আমি আমার খুতবায় এ বিষয়টি উল্লেখ বা বর্ণনাও করে থাকি, অর্থাৎ দরিদ্রদের কুরবানীর বিষয়টি। কতকের কুরবানী দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। যদি কারো কাছে অগাধ ধনসম্পদ থাকে, অঢেল অর্থ-সম্পদ থাকে আর তা থেকে যদি কিছু দান করা হয় তাহলে তা কোন অসাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু যদি অস্বচ্ছলতা এবং দারিদ্রাবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য, খোদা তা'লার ধর্মের খাতিরে অর্থিক কুরবানী করা হয়, তবে সেটিই হবে প্রকৃত কুরবানী যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানেরও মাধ্যম হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যেত। একদা কয়েকটি পুস্তক প্রকাশের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। যখন কোন বন্ধুকে এ বিষয়ে বলা হয় যে, এত টাকার প্রয়োজন, আপনার জামা'তে তাহরীক করুন যেন তারা অর্থাৎ সেই জামা'তের সদস্যরা এই পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করে, তখন জামা'তে তাহরীক করার পরিবর্তে এবং আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও, কোনরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও, বরং বলা উচিত অস্বচ্ছলতা ছিল, সেই বন্ধু নিজের পক্ষ থেকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন আর এমন ভাব করেন যেন উক্ত শহরের জামা'তের সদস্যরা-ই এই অর্থ দিয়েছে। [তখন তা জানা যায় নি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিষয়টি জানতে পারেন নি] তার এই ব্যক্তিগত কুরবানী তখন প্রকাশিত হয় বা জানা যায় যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই জামা'তেরই অপর এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন যে, আপনাদের জামা'ত একান্ত প্রয়োজনের সময় অনেক বড় সাহায্য করেছে। আর তিনি যখন জানতে পারেন যে, এই কুরবানী আসলে এক ব্যক্তিই করেছিল তখন জামা'তের অন্যান্য সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় যে, আমাদেরকে কেন এই সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় নি? সেই অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) যিনি তখন তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে উক্ত অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে তার স্ত্রীও এই কুরবানীতে অংশীদার ছিল। মুন্সী আড়োঢ়া সাহেব মুন্সী জাফর সাহেবের বন্ধু ছিলেন এবং একই জামা'তের সদস্য ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর মাধ্যমে তিনি যখন সেই কুরবানীর বিষয়ে অবগত হন, তার পর থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত তিনি মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, আমাদেরকে কেন বলেন নি আর আপনি নিজেই সেই সমুদয় অর্থ একা কেন দান করেছেন। অতএব এমন সব নিবেদিত মানুষ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দান করেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। এটি হলো সেই আদর্শ যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যে আদর্শের ওপর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা আমল করেছেন। আর এটি কেবল সে যুগের কথাই নয় বরং এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে। আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মানুষ কীভাবে বিভিন্ন তাহরীকে আর্থিক কুরবানী করে থাকে এবং নিজেরা কষ্ট সহ্য করে হলেও আর্থিক কুরবানী করে। আর আল্লাহ্ তা'লাও, যিনি কারো কাছে ঋণী থাকেন না, তাদেরকে কীভাবে তা ফিরিয়ে দেন। এখন আমি এমনই কিছু ঘটনা এবং দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব। আজ যেহেতু ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষেরও ঘোষণা হবে, তাই এসব ঘটনার অধিকাংশই ওয়াকফে জাদীদের সাথে সম্পৃক্ত।

গাম্বিয়ার একজন স্থানীয় মুবাল্লিগ কিবা জালু সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ত্যাগী বান্দাদের সাথে কীরূপ আচরণ করেন। তিনি বলেন, একজন নবাগত আহমদী বন্ধু হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইজাভু সাহেব। তিনি একটি গ্রামের অধিবাসী এবং ভুট্টা ও চীনাবাদাম চাষী। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ ফসলের খুব একটা উৎপাদন হচ্ছিল না। এ বছর তিনি চীনাবাদমের বীজ বিক্রয় করে নিজের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করেন যার পরিমাণ ছিল প্রায় সাতশ' ডালাসি, যেন আল্লাহ্ তা'লা তার চাষাবাদ তথা কৃষিকাজে বরকত দান করেন। তিনি বলেন, এই আর্থিক কুরবানীর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তার ফসলে এতটাই বরকত দান করেছেন যে, গত বছরের তুলনায় তার তিনগুণ আয় হয়। তাই তিনি ফসল কাটার পর আরো এক হাজার ডালাসি ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন।

এরপর গাম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রামের একজন বন্ধু হলেন, উসমান সাহেব। তিনি বলেন, গত বছর তিনি ওয়াকফে জাদীদ খাতে এক বালতি ভুট্টা চাঁদা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এখন এক সম্পদশালী ব্যক্তি, যার অনেক স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে, তাদের কেউ যদি হাজার ডলার, হাজার পাউন্ড বা পাঁচ হাজার পাউন্ডও দান করে; লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের মালিকের কাছে এটি তেমন কোন বিশেষ কুরবানী নয়, কিন্তু এসব মানুষের জন্য তা-ই অনেক যা তারা নিজেদের খোরাক বা চাষাবাদের জন্য বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করে। এক বালতি ভুট্টা একজন শহরের অধিবাসী বা ইউরোপের অধিবাসীর নিকট তেমন কোন মূল্যই রাখে না কিন্তু তাদের জন্য তা অনেক বড় কুরবানী। যাহোক, তিনি এক বালতি ভুট্টা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন যা এখানে হয়ত আপনারা পাঁচ-ছয় পাউন্ডে পেয়ে যাবেন। তিনি বলেন, যদিও গত বছর ফসলের উৎপাদন অনেক কম হয়েছিল আর শুধুমাত্র বারো বস্তা শস্য লাভ হয়েছিল এবং বহু কষ্টে তাদের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে তিনি এ বছর ত্রিশ বস্তা ভুট্টা লাভ করেন। এছাড়া 'কোস' নামের অন্য একটি ফসল থেকেও আরো পনেরো বস্তা শস্য তিনি লাভ করেন। অতএব নিষ্ঠার সাথে প্রদত্ত সামান্য বস্তুও আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এমনভাবে গৃহীত হয় যা আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেন। আর এটিই তাদের জন্য পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান দৃঢ় করারও মাধ্যম হয়।

ক্যামেরুনের মুয়াল্লিম সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপার আরেকটি দৃষ্টান্ত লিখে পাঠিয়েছেন। ডগুই গ্রামের একজন নবাগত আহমদী হলেন, আমদু সাহেব। তাকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার জন্য বলা হলে তিনি দুই বালতি ভুট্টা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। মানুষ যেসব কুরবানী করছে তা (বাহ্যত) ছোট-খাটো কুরবানী। তিনি মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, আমার খামারের অবস্থা ভালো

নয়। আমার কাছে যেহেতু তেমন অর্থকড়ি ছিল না তাই আমি এর প্রতি সেভাবে দৃষ্টি দিতে পারি নি। সরকার সাহায্য করতে চায় কিন্তু সেজন্যও সরকারি খাতে কিছু অর্থ জমা দিতে হয় আর এরপরই সরকার তাতে স্বীয় অংশ লগ্নি করে। তিনি বলেন, সেই অর্থও আমার কাছে ছিল না, এই পরিমাণ অর্থও আমি দিতে পারছিলাম না। আমার নাম সেই তালিকায় ছিল ঠিকই কিন্তু আমি কিছুই পাব না, কেননা আমি অর্থ জমা দেই নি। তিনি বলেন, তখন মুয়াল্লিম সাহেব তাকে বলেন, আপনি তাহাজ্জুদ নামায ও দোয়া আরম্ভ করুন, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, এর ফলাফল যা হয়েছে তা হলো, কয়েক দিন পূর্বে তিনি আমার কাছে আসেন এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেছেন আর আমি সরকারকে কোন অর্থও প্রদান করি নি, যা দেয়া আবশ্যক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাকে জমিতে পানি সেচের জন্য পাম্প মেশিন প্রদান করে আর একইসাথে ফসলের বীজের জন্য পাঁচলক্ষ ফ্রাঙ্ক সিফাহ্-ও প্রদান করে। এরপর তিনি তার কৃষি জমিতে কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ আরম্ভ করেন আর আশা করছেন যে, একারণে তার ফসলও অনেক ভালো হবে। তিনি বলেন, খোদা তা'লা আমার সামান্য কুরবানীকে গ্রহণ করেছেন আর এর পরিবর্তে আমাকে অনেক পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এর ফলে তিনি নিজের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দ্বিগুণহারে পরিশোধ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ নূর খায়ের সাহেব বলেন, এক দম্পতি রয়েছে যারা সাদামাটা জীবন যাপন করলেও নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে থাকেন। উপার্জন যা-ই হোক না কেন তা থেকে কিছু অর্থ চাঁদা প্রদানের নিমিত্তে পৃথক করে একটি বাক্সে রেখে দেন। আর যখনই মুবাল্লিগ সাহেব তাদের কাছে পরিদর্শনে যান, তখন তারা সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন, কেননা তারা অনেক দূরের একটি দ্বীপে বসবাস করেন। একবার এক বছরের অধিক সময় ধরে সেই জামা'তে কোন মুবাল্লিগ যেতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা চাঁদার অর্থ নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করতে থাকেন। আর এক বছর পর যখন সেখানে মুবাল্লিগ সাহেব পরিদর্শনে যান তখন সেই বাক্সে বেশকিছু অর্থ জমা হয়ে গিয়েছিল, যা তারা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। তারা বলেন, এবার আমাদের বেশ লাভ হয়েছে আর এর ফলে চাঁদার কল্যাণের প্রতি আমাদের বিশ্বাসও দৃঢ় হয়েছে এবং আমাদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়েছে। আর আমরা এই কল্যাণরাজি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তারা আরো বলেন- একবার আমাদের সাথে কেউ প্রতারণা করে। আমরা ভাবতে থাকি, এই প্রতারণার কারণ কী? প্রণিধানে বুঝতে পারলাম, আমরা সঠিকভাবে চাঁদা দেই নি, এ কারণে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। অতএব তখন থেকেই তারা সেই বাক্সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেদের আয়ের সঠিক হিসাব অনুযায়ী অর্থ জমা রাখতে আরম্ভ করেন। তারা আরো বলেন, চাঁদার টাকা পৃথক না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ হয় না। অতএব এভাবে আল্লাহ তা'লা কতকের ক্ষতিকেও তাদের সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে দেন আর এর মাধ্যমে তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়।

ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লিগ বশির উদ্দিন সাহেব লিখেন, একজন বন্ধু তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে পাঁচ লক্ষ ইন্দোনেশিয়ান রুপি প্রদান করেন। ইন্দোনেশিয়ান রুপির মূল্যমান অনেক কম। যাহোক, তাদের হিসেবে এটিই অনেক। কয়েক দিন পর কোন একজন নিজের জমি তার কাছে বিক্রয় করে, যা তিনি পনের মিলিয়ন বা দেড় কোটি ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে ক্রয় করেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে উক্ত জমি পঞ্চাশ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে ক্রয় করেন যা তিনি দেড় কোটি ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে ক্রয় করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কল্যাণে এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই আমার পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন বা সাড়ে তিন কোটি রুপি লাভ হয়েছে। জগতপূজারী একজন মানুষ এটিকে নিজের ব্যবসায়িক চাতুরতা মনে করবে যে, দেখ আমি এত সতর্কতার সাথে লেনদেন করেছি যে, কয়েক সপ্তাহেই পনের মিলিয়ন থেকে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন উপার্জন করেছি। কিন্তু যারা আল্লাহ তা'লার

ভালোবাসা লাভ করতে চায়, যারা তাঁর স্নেহভাজন হতে চায়, যারা তাঁর জন্য কুরবানী করে, তাদের হৃদয়ে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তাহলো, আমি যেহেতু আল্লাহ তা'লার জন্য চাঁদা দিয়েছিলাম, কুরবানী করেছিলাম, তাই আল্লাহ্ তা'লা এভাবে আমাকে বর্ধিত করে দিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ারই আরেকটি ঈমানী দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের সেখানকার মুবাল্লিগ জনাব মাসুম সাহেব লিখেন, একজন আহমদী জীবিকা উপার্জনের তাগিদে সোলাবিসী নামের দ্বীপে হিজরত করেন। প্রথমে খুবই অস্বচ্ছল অবস্থা ছিল, এমনকি থাকার জায়গা পর্যন্ত তার কাছে ছিল না। তাকে মিশন হাউসে থাকতে হয়। এরপর তিনি মাছ কেনা-বেচা করতে আরম্ভ করেন, খুবই ছোট্ট ব্যবসা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম করেন, আয় খুব সামান্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে পিছপা হন নি। কিছুদিন পরই তার অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি বলেন, এখন তার ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা ঐ এলাকায় সবচেয়ে বেশি এবং তিনি একজন মূসীও বটে। তিনি বলেন, এসব কিছু আমার আর্থিক কুরবানীরই ফসল।

গাম্বিয়ায় আমাদের একজন বন্ধু আছেন আব্দুর রহমান সাহেব। তিনি বলেন, সন্তানের স্কুলের ফিস দিতেই তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাই খুব কষ্টে আছি। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, আপনি আর্থিক কুরবানী করুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি কৃপা করবেন। তিনি দু'শ পঞ্চাশ ডালাসী ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পর তিনি মাসিক পাঁচ হাজার ডালাসী বেতনের চাকরি পেয়ে যান যা দিয়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে তার সন্তানের স্কুল ফিসও দিতে পারেন, এছাড়া অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনও পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি আল্লাহ্ তা'লার এই কৃপাকে মানুষের মাঝে গর্বকরে বলে বেড়ান যে, চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি কৃপা করেছেন এবং আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি আমার জীবিকায়ও অনেক কল্যাণ দান করেছেন।

দরিদ্ররা কীভাবে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সেই ভরসার মান রাখেন দেখুন! গিনিবাসাও এর মিশনারী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, এক বন্ধু মন্টিরো কামারা সাহেবকে তার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পরিশোধের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমার কাছে এখন চার হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ আছে যা আমি আজকের খাবার খরচের জন্য রেখেছি। এর মূল্যমান খুবই সামান্য। তাদের পরিবারও বেশ বড় হয়ে থাকে। তাদের খাবার খরচের জন্য এই চার হাজার সিফাহ্ রাখা ছিল। যাহোক তিনি বলেন, আমি কোন ব্যবস্থা করছি। কিছুক্ষণ পর তিনি সেই অর্থই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন যা খাবার খরচ বাবদ রেখেছিলেন এবং খাবার খরচের অর্থ কারো কাছ থেকে ঋণ নেন, বরং ঋণ নেয়ার জন্য চলে যান। তিনি বলেন, পরের দিনই শহর থেকে তার মেয়ে আসে, যে তাদের জন্য দু'বস্তা চাল, এক গ্যালন তেল, কিছু নগদ অর্থ এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে আসে। এখন তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, খাবার খরচের জন্য যে অর্থ আমি রেখেছিলাম, চাঁদা দেয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত বরকত দিয়েছেন যে, পরবর্তী দিনই অগণিত জিনিস-পত্র খাবারের জন্য আমি পেয়ে গেছি। অর্থাৎ এরা ক্ষুধার্ত থেকেও কুরবানী করার মতো মানুষ।

এরপর আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান কীভাবে বৃদ্ধি করেন। ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, ফ্রান্সের এক আরব বন্ধু আছেন। তিনি বলেন যে, তিনি আমার গত বছরের ওয়াকফে জাদীদের খুতবা শ্রবণ করেন যাতে আমি অর্থিক কুরবানীকারীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, যেমনটি আজ করছি। তিনি বলেন, আমার ওপর সেই খুতবার গভীর প্রভাব পড়ে। তার বয়স ৪৬ বছর। তিনি বলেন, আমি তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন ছিলাম। পূর্বে কখনো আমি এতটা আর্থিক সঙ্কটে পড়িনি। ব্যাংক থেকে ঋণও নিতে হয়েছিল এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষও আমার পেছনে লেগে ছিল যে, ঋণ পরিশোধ কর। আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, আমি যদি আমার হিসাব পরিষ্কার না করি

তাহলে আমার একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হবে, এমনকি কখনো কখনো জরিমানাও হয়ে যায়। তিনি বলেন, ঐ দিনগুলোতেই আমাদের হালকায় সাধারণ সভা হয়। সভার কিছুক্ষণ পূর্বে আমার এক বন্ধু জোর করে আমাকে ২০ ইউরো প্রদান করেন। আমি সেই অর্থ নিজের পকেটে রেখে দিই, আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। পরবর্তী কয়েকদিনের জন্য এটি আমার কাজে আসবে ভেবে আমি সেই ২০ ইউরো রেখে দেই। কিন্তু আমি যখন সভায় যাই আর সেখানে সেক্রেটারী মাল সাহেব চাঁদার কথা বলেন তখন আমি সেই বিশ ইউরো চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। কিছুদিন পর আমার ব্যাংক থেকে আমার কাছে একটি টেলিফোন কল আসে। তিনি বলেন, আমার যেহেতু দুঃসংবাদ শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আর অবস্থাও ক্রমশ মন্দ হচ্ছিল, তাই আমি ভাবলাম হয়ত কোন দুঃসংবাদ-ই হবে; ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হয়ত আমার প্রতি আরও কোন কঠোরতা আরোপ করবে। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে অবহিত করে যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যেন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ না করা হয় এবং যে ছয়শ' ইউরো পরিমাণ অর্থ আমার অ্যাকাউন্টে মাইনাস বা বকেয়া ছিল তা যেন প্লাস বা জমা করে দেয়া হয়, অর্থাৎ সেটাকে যেন জমা করে ক্রেডিটে বদলে দেয়া হয়। তিনি বলেন, এটি আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল, কেননা ব্যাংকের আচরণ খুবই কঠোর হয়ে থাকে। তিনি বলেন, কিছুদিন পরই আমার কাজের ইন্স্যুরেন্স আমাকে একটি মোটা অঙ্ক প্রদান করে যা দীর্ঘ সময় ধরে আটকে ছিল। তিনি বলেন, এসব ঘটনা ওয়াকফে জাদীদের খুতবা শোনার এবং সামান্য পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে দেয়ার পর ঘটে। আগে আমি ভাবতাম– আমার সাথেও কি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে? বহু লোকের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা শোনানো হয়, আমার বেলায় তো কখনো এমনটি ঘটে নি। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চাঁদার কল্যাণের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আসলেই অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ ব্যবহারের ও ঈমান দৃঢ় করার আরেকটি ঘটনা; আর এই ঘটনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানের– কোনটি আফ্রিকার, কোনটি আমেরিকার, কোনটি ইউরোপের, কোনটি উত্তরে-কোনটি দক্ষিণে, আর একটির সাথে অন্যটির কোন সংযোগ বা সম্পর্কও নেই, কিন্তু সবগুলো ঘটনাই সাদৃশ্যপূর্ণ। হাইতির মুবাল্লিগ কায়সার সাহেব লিখেন, পোর্ট অব প্রিন্সের একজন নবাগত আহমদী ইব্রাহীম সাহেব কিছুদিন পূর্বে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তার একটি ফাইল পড়ে যায় যাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সনদপত্র ছিল এবং তেরো হাজার গোরেদ পরিমাণ নগদ অর্থও ছিল, যা সেখানকার স্থানীয় মুদ্রা। তিনি ফিরে গিয়ে পুরো পথ খুঁজেন, কিন্তু ফাইলটি তিনি খুঁজে পান নি। তিনি বলেন, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আমি ওয়াকফে জাদীদের জন্য যে এক হাজার গোরেদ দেয়ার ওয়াদা করেছিলাম, তা অবশ্যই পূর্ণ করব– আমার কাছে অর্থ থাকুক বা না থাকুক, কোথাও থেকে ঋণ নিয়ে হলেও দিয়ে দিব। অতঃপর আমি কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে নিজের ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করি। তিনি বলেন, যেদিন চাঁদা দিয়েছিলাম সেদিনই সন্ধ্যায় একজন অপরিচিত ব্যক্তির ফোন আসে যে, আপনার ফাইল আমার কাছে আছে, আপনি এসে নিয়ে যান। তিনি বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলে তিনি আমার হাতে ফাইল ধরিয়ে দেন এবং বলেন, আপনার ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে আমাকে ফাইলের ভেতরে দেখতে হয়েছিল; তাই আমি যেহেতু আপনার ফাইল খুলেছি, আপনি আপনার টাকা আর নথিপত্র (সব ঠিক আছে কি না) দেখে নিন। তখন আমি দেখি যে, সব টাকা ও নথিপত্র ফাইলের ভেতরেই আছে। তিনি বলেন, এতে আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কেবল চাঁদার কল্যাণেই আমার হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও আমি ফিরে পেয়েছি, বাহ্যত যা পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল; সেইসাথে টাকাও (ফেরত পেয়েছি)।

গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, কুনইয়া অঞ্চলের একটি গ্রামের একজন আহমদী বন্ধু আবু বকর সাহেবকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রথমে তিনি কিছুটা

দ্বিধান্বিত হন, পরে তার ওয়াদা পূর্ণ করে দেন। চাঁদা প্রদানের কিছুদিন পর তিনি আমাদের স্থানীয় মিশনারীকে বলেন, আহমদীয়া জামা'ত আসলেই ঐশী জামা'ত। তিনি বলেন, আমি সরকারি চাকুরিজীবি এবং বেশ কিছুদিন পূর্বে একটি দুর্ঘটনায় আমার একটি পা ভেঙে গিয়েছিল, যা উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় ঠিকভাবে জোড়া লাগে নি। এজন্য আমার একটি পা খাটো হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে আমার নিত্যদিন কষ্ট হচ্ছিল। একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিল, অস্ত্রোপচার করলে এটি ভালো হতে পারে, তাই বেশ কিছুদিন ধরে আমি অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করছিলাম। আর এবার কিছু টাকা জমা হয়েও গিয়েছিল যা দিয়ে আমি পায়ের অপারেশন করিয়ে ফেলতাম কিন্তু জামা'তের মিশনারী যখন চাঁদার আহ্বান করেন তখন আমি প্রথমে চিন্তা করলাম, এবার না হয় চাঁদা না দিয়ে অপারেশনের জন্য টাকাগুলো রেখে দেই। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহস যোগান এবং আমার মনে হলো যে, না (এমনটি ঠিক হবে না) তাই আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে সবগুলো টাকা চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার দু'দিনও পার হয় নি, আমার অফিস থেকে আমার কাছে চিঠি আসে যে, অস্ত্রোপচারের পুরো খরচ সরকার বহন করবে এবং আমি যেখানে ইচ্ছা (সেখানেই) নিজের চিকিৎসা করাতে পারি। তিনি আরো বলেন, এটি কেবলমাত্র চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। অতএব এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় বরং যারা আল্লাহ্ ত'লার ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে তাদের ঈমান মজবুত করার ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত বিধান আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণও বটে।

কাদিয়ান থেকে সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ মামুনুর রশীদ সাহেব লিখেন, সালেজা নামক এক ভদ্রলোকের পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে এ বছর তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। তার ভাই তাকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তাড়াতাড়ি (চাঁদা) পরিশোধ কর, কেননা বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার (ব্যাংক) একাউন্টে পুরো চাঁদা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট অর্থ ছিল না বরং মোট অঙ্কের মাত্র ৩০ শতাংশ টাকা একাউন্টে ছিল। পুরো চাঁদা পরিশোধ করার বিষয়ে ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে তার একাউন্টে যে টাকা ছিল তা-ই তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বর্ণনা করেন, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবে এত পরিমাণ অর্থ একাউন্টে জমা হয় যা দিয়ে তিনি অবশিষ্ট চাঁদাও পরিশোধ করতে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং তখনই তিনি নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করে দেন। (সেক্রেটারী সাহেব) বলেন, এই ভদ্রলোক সব সময় অর্থবছর শেষ হবার পূর্বেই চাঁদা পরিশোধ করতেন, কিন্তু এ বছর তার নিজের এবং তার সন্তানদের অসুস্থতার কারণে চাঁদা বকেয়া রয়ে গিয়েছিল যে কারণে তিনি ভীষণ চিন্তিতও ছিলেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা এর ব্যবস্থা করে দেন আর তিনি বলেন, এ ঘটনা আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করার কারণ হয়েছে।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ আব্দুল মাহমুদ সাহেবও জামা'তের এক বন্ধুর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি গ্রামের ঘটনা। ঘটনাটি হলো, সেই ভদ্রলোকের একটি পাইকারী মুদি দোকান ছিল যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভালোই চলতো। তিনি প্রতিদিন দোকান খুলেই একশ' রুপি নিয়মিত একটি বাক্সে রেখে দিতেন যা দিয়ে তার ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করতেন। সকালে এসে প্রথমেই তিনি এ কাজটি করতেন অর্থাৎ একটি বাক্সে একশ' রুপি রেখে দিতেন। তিনি বলেন, একদিন দোকানে অনেক কম ক্রেতা আসে এমনকি তার দৈনন্দিন যে খরচ তা-ও পূরণ হচ্ছিল না। তবুও তিনি পরের দিন বাক্সে একশ' রুপি রাখা বন্ধ করেন নি বরং সেদিন দোকান খুলেই একশ' রুপির পরিবর্তে তিনশ' রুপি রাখেন এবং মনে মনে ভাবেন, আজকে একটু আল্লাহ্ তা'লার সাথেই ব্যবসা করে দেখি (কী হয়)? তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার এমনই কৃপা হয় যে, ঐ দিনই দুপুরের পর আমার কাছে আটজন ক্রেতা আসে। যেহেতু তার পাইকারী বড় ব্যবসা ছিল আর এতে অনেক সময় লাগতো, (মালের) বিভিন্ন বস্তা তুলে দিতে হতো। তিনি বলেন,

আমি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, একজন ক্রেতাকে আগামীকাল আসুন বলে ফেরত পাঠাতে হয় আর অবশিষ্ট লোকদের মালামাল দিতে দিতে গভীর রাত হয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেদিন যথেষ্ট আয় হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন মানুষের প্রতি খুশি হন তখন এত পরিমাণে দান করেন যে, মানুষ দু'হাত দিয়েও তা সামলাতে পারে না।

গিনি বাসাও থেকে অরিও অঞ্চলের মিশনারী আব্দুল আযীয সাহেব বলেন, একজন দুর্বল বৃদ্ধা মহিলা হলেন, মাসকুতাহ্ সাহেবা, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, অঙ্গীকার মোতাবেক আমি অর্থ জমা করে রেখেছিলাম। কিন্তু গত রাতে আমার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে সেই অর্থ কোথাও হারিয়ে যায় বা পড়ে যায়। আমি সেই অর্থ খুঁজছি, তা খুঁজে পাওয়া মাত্রই আমি চাঁদা দিয়ে দিব। এরপর তিনি সেই অর্থ খুঁজতে থাকেন কিন্তু কোথাও (খুঁজে) পান নি। তাই তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। আর এই অর্থ প্রদানের পর তিনি পুনরায় নিজের হারিয়ে যাওয়া থলি খোঁজার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমি কয়েক মিটার দূরে যেতেই প্লাস্টিকের একটি থামে মোড়ানো অবস্থায় সেই অর্থ সড়কের মাঝামাঝি পড়ে থাকতে দেখি। এতে তিনি খুবই আনন্দিত হন আর পরের দিন আবার আসেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুরো অর্থ প্রদান করেন। এরপর থেকে তিনি মানুষকে বলতে থাকেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে হারিয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মালি'র সুকাসো অঞ্চলের একজন মুবাল্লিগ আহমদ বেলাল সাহেব লিখেন, একজন নবাগত আহমদী আহমদ জালা সাহেব মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন, তিনি পূর্বে নিয়মিত চাঁদা দিতেন, কিন্তু এরপর কিছু আর্থিক সংকটের কারণে চাঁদা দিতে পারেন নি। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি একদল লোকের সাথে একটি প্রশস্ত পথ দিয়ে যাচ্ছেন আর সেই পথ সামনে গিয়ে বহু পথে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সামনে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সকল রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ও বন্ধুর ছিল। তখন তিনি দোয়া করলে আকাশ থেকে একটি বাহন নেমে আসে যা তাকে নিয়ে আকাশ-পানে উঠে যায় এবং বন্ধুর পথ বা খারাপ রাস্তা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই বাহন তাকে পুনরায় প্রশস্ত রাস্তায় নামিয়ে দেয়। তিনি বলেন, সেখানে তিনি একজন বুযূর্গকে দেখেন যিনি তাকে বলেন, এই বাহন তোমার চাঁদা দেওয়ার কারণে তোমাকে নিতে গিয়েছিল। মানুষ বলে, অনেক সময় বিপদ আসে। কিন্তু একজন আহমদী, যিনি নিয়মিত খোদার পথে চাঁদা দেন, বিপদাপদ বা কাঠিন্যের সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। অতএব সেই নবাগত আহমদী চাঁদা পরিশোধ করেন এবং বলেন, আগামীতে যা-ই হোক না কেন তিনি চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রে কখনো আলস্য প্রদর্শন করবেন না। এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে কি?

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আরুশা অঞ্চলের একটি জামা'তে চাঁদার তাহরীক করা হলে এক দরিদ্র মহিলা ফাতেমা সাহেবা, যিনি কলা এবং ফল-ফলাদি বিক্রি করে দিনযাপন করেন, তিনি তার দু'দিনের পুরো উপার্জন ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং নিজের পরিবারকেও রীতিমত ওয়াকফে জাদীদ-খাতে অন্তর্ভুক্ত করান। অনুরূপভাবে জামা'তের আরেকজন বৃদ্ধা মহিলা রয়েছেন, তাকেও তাহরীক করা হলে পরের দিন সকাল আটটায় তিনি স্বয়ং মিশন হাউসে আসেন এবং পাঁচ হাজার শিলিং ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। এরা হলেন সেসব মানুষ (যাদের সম্পর্কে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাদেরকে দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, কীভাবে তারা কুরবানী করেন! আর মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা কুরবানীও করেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেবই আরেকটি ঘটনা লিখেছেন যে, গত কয়েক বছর যাবৎ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু আহমদীরা পরম নিষ্ঠার সাথে আর্থিক কুরবানীতে

অংশগ্রহণ করেন। আরুশা শহরের একজন বন্ধু ওয়াযিরি সাহেব সংবাদপত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাকে ওয়াকফে জাদীদের বরাতে তাহরীক করা হলে তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করেন আর একইসাথে আরো বলেন, আমি এখন থেকে প্রতিদিন এক কাপ চায়ের খরচ বাঁচিয়ে সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। দেখুন! দরিদ্র লোকেরা এভাবেও অর্থ সাশ্রয় করে, অর্থাৎ এক কাপ চা পান না করে তার মূল্য চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। (তাদের) এই চেতনা রয়েছে যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করবে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব আরো লিখেন, মারা অঞ্চলের একটি জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান যুবক সাধারণত ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হবার পূর্বেই পুরো চাঁদা পরিশোধ করে দিতেন। কিন্তু এ বছর অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে তখনও তার পনেরো হাজার শিলিং বকেয়া ছিল। তার কাছে যৎসামান্য অর্থ ছিল। (শিলিংয়ের তেমন কোন মূল্য নেই, এর মূল্যমান খুবই কম।) তিনি হিসাব করে দেখেন, মাস-শেষে উক্ত অর্থও যদি চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন তাহলে তার কাছে (অন্যান্য) ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যাহোক, তিনি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে উক্ত অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, পরের দিনই তার অফিস থেকে ফোন আসে যে, গত তিন মাস থেকে তার কিছু বিল প্রদেয় ছিল, সেগুলো পাশ হয়েছে, অনুরূপভাবে নববর্ষে তার বেতনও যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার এটিই বিশ্বাস যে, চাঁদার কল্যাণেই কয়েক দিনের মধ্যে আমি ছয় গুণ বেশি অর্থ লাভ করেছি। কোথায় এই অবস্থা ছিল যে, পরিবারের ব্যয় কীভাবে নির্বাহ হবে, আর কোথায় এই অবস্থা যে, আল্লাহ্ তা'লা ছয় গুণ বর্ধিত অর্থ দান করেছেন।

বুরকিনা ফাসো'র কায়া অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন যে, একজন আহমদী আবদু সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন খাতে চাঁদা প্রদান করলেও নিয়মিত ছিলাম না। গত বছর আমি সংকল্প করি যে, আগামীতে আমি চাঁদার সকল খাতে অংশ নেয়ার পূর্ণ প্রচেষ্টা করব। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করছি আর যখন থেকে আমি নিয়মিত হয়েছি আমার সকল বিষয়- আমার সম্পদ, আমার গবাদিপশু, ফসল সবকিছুতেই কল্যাণ সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ছিল যেগুলোর কারণে আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম, ধীরে ধীরে সেগুলোরও সমাধান হয়ে গেছে। তিনি বলেন, গত মাসেই আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল আর হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার কাছে কোন অর্থই ছিল না। কিন্তু ডেলিভারির সময় হলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেন এবং সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। তার ঘরে মেয়ের জন্ম হয়েছে আর স্ত্রী-ও সুস্থ আছেন। তিনি বলেন, এসব কিছু আমি প্রত্যক্ষ করেছি আর আমি এটিই মনে করি যে, এসবকিছু চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে।

এরপর রাশিয়ার মুবাল্লিগ খুদায়ানু সাহেব রয়েছেন যিনি আরমেনিয়ান হলেও রাশিয়ায় বসবাস করেন। তিনি লিখেন যে, অনেক অধ্যয়ন, পড়াশোনা এবং চিন্তাভাবনার পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেছেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পরপরই তাকে জামা'তের আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচয় করানো হয়। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত প্রতি মাসে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। পেশার খাতিরে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্দেশেও তিনি অনেক সফর করেন। কিন্তু সফরে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেন। তিনি ছোটখাট কাজ করেন, এমন নয় যে, তিনি অনেক বিত্তশালী তাই অনেক সফর করেন।

আদওয়ার সাহেব বলেন, ২০২০ সনের জানুয়ারি মাসে কাজের সুবাদে তার আরমেনিয়া যাওয়ার কথা ছিল আর সেখান থেকে কাযান যাওয়ার ছিল, এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার কাছে সফরের খরচ বহন করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। দুশ্চিন্তাও ছিল আর দোয়াও করছিলেন। তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বর তারিখে এমন একটি কোম্পানি থেকে তার একাউন্টে অর্থ

প্রেরণ করা হয় যাদের এই অর্থ তাকে ফেব্রুয়ারিতে পরিশোধ করার কথা ছিল। তিনি বলেন, তিনি ছাড়াও আরো মানুষ রয়েছে যারা এই অর্থ ফেব্রুয়ারিতে পাবে। কিন্তু শুধুমাত্র তাকে এই অর্থ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ডিসেম্বরে পরিশোধ করা হয়েছে। আর তার বিশ্বাস হলো, এটি শুধুমাত্র চাঁদার কল্যাণ, নতুবা এই বিষয়টি অনুধাবনের ঊর্ধ্বে যে, এত লোকের মাঝে কেবল আমাকেই এই অর্থ ৩০শে ডিসেম্বরে কেন দেয়া হলো। তিনি আরো লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার এবং ভালোবাসার ধারণা কেবল একজন আহমদী মুসলমানই লাভ করতে পারে। এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমান দৃঢ় করেন।

আইভরিকোস্ট থেকে সানপেদ্রো অঞ্চলের মুবাল্লিগ ওয়াকার সাহেব লিখেন, এখানে পেদ্রো অঞ্চলে ২০১৪ সনে ফাতাকরো গ্রামে ২০ সদস্য বিশিষ্ট ছোট একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন জারা সাহেব। তিনি বুরকিনা ফাসোর অধিবাসী ছিলেন। এই জামা'তের একমাত্র সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। আর এক বছর পূর্বে তিনি বুরকিনা ফাসো ফিরে গিয়েছিলেন। তার ফিরে যাওয়ায় বেশ দুচিন্তা ছিল, কেননা অন্য সদস্যরা ততটা সক্রিয় ছিল না আর তাদের তরবীয়তেরও প্রয়োজন ছিল। যাহোক, তার পুত্র ঈসা জারা, যিনি বিবাহিত এবং কৃষিকাজ করেন, তার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তাকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মত করানো হয়। তাকে চাঁদার গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার এবং দোয়া করতে থাকার জন্য বলা হয়। এরপর তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাসে জাতীয় বার্ষিক জলসার পূর্বে তিনি আমার কাছে আসেন এবং দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ চাঁদা প্রদান করেন। তখন আমি বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, এত অর্থ আপনি কীভাবে দিচ্ছেন? কেননা এই অর্থ বাহ্যত তার সামর্থ্যের নিরিখে অনেক বেশি ছিল। তখন তিনি বলেন, আমি যখন থেকে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেছি আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অগণিত কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। আমার জমি থেকে আমি অন্যদের তুলনায় অধিক মুনাফা পাচ্ছি। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি, একজন বুযূর্গ, যিনি জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী, মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করছেন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যিনি জগদ্বাসীকে সুপথ-পানে আহ্বান করছেন। আমি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছি। এরপর তিনি বলেন, এখন থেকে আমি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করব।

ভারত থেকে ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর ১২ বছরের এক বালিকার উল্লেখ করেন, সে কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয় আর একটি থলিতে অর্থ জমাতে থাকে। সেই মেয়েটি বোবা ও বধির। কিন্তু সে যে অর্থ-ই পায়, অন্যদের চাঁদা দিতে দেখে তারও (চাঁদা দেয়ার) শখ বা আগ্রহ হয়েছে।

অনুরূপভাবে লাইবেরিয়া থেকে একজন মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, কেপমাউন্ট কাউন্টির একটি জামা'তে মাগরীব ও এশার নামাযের পর জামা'তের সদস্যদের আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করলে সদস্যরা রীতি অনুযায়ী পালাক্রমে নিজের ও নিজ পরিবারের সদস্যদের চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তখনই দু'জন ছোট্ট বালক স্নেহের সোলেমান এবং স্নেহের আব্দুল্লাহ্ কামারা মসজিদ থেকে উঠে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর উভয়ে ফিরে আসে আর বিশ লাইবেরিয়ান ডলার করে চাঁদা প্রদান করে। তিনি বলেন, সেখানে যেহেতু সাধারণত পিতামাতারা সন্তানদের চাঁদা দিয়ে থাকে তাই আমার মনে হলো যে, আমি এই কিশোরদের জিজ্ঞেস করি, তারা নিজেরা কেন নিজেদের চাঁদা দিয়েছে। তখন উভয় কিশোর বলে, আমরা জানতে পেরেছি, যুগ খলীফার নির্দেশ হলো শিশু-কিশোররাও যেন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে। তাই আমরা ভাবলাম, এখন থেকে আমরা যুগ খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ জমিয়ে নিজেরাই নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করব। দূরদূরান্তের এসব অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু-কিশোর, যারা কখনো যুগ খলীফাকে দেখেও নি, এরূপ

নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক কেবলমাত্র খোদা তা'লাই তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততাকে আরো বৃদ্ধি করুন। অতএব ছোট হোক বা বড়, নবাগত আহমদী হোক বা পুরোনো আহমদী– তাদের এই বুৎপত্তি বা জ্ঞান রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের একটি মাধ্যম হচ্ছে তাঁর পথে খরচ করা আর কতককে খোদা তা'লা স্বয়ং পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন, যেমনটি আমি বিভিন্ন ঘটনা বললাম। তারা এমন মানুষ যারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুসারে খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে ঈর্ষার পাত্র হয়ে যান।

এখন আমি ওয়াকফে জাদীদ এর বরাতে গত বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে যে আর্থিক কুরবানী হয়েছে তার রিপোর্ট উপস্থাপন করব আর নববর্ষের ঘোষণাও (করব)। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জাদীদ এর ৬২তম বছর ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে আর ১লা জানুয়ারি থেকে নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে। এই সময়কালে ওয়াকফে জাদীদ খাতে বিশ্ব আহমদীয়া জামা'ত মোট ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে। গত বছরের তুলনায় এই অর্থ ৫ লক্ষ পাউন্ড বেশি।

এ বছর বিশ্বের সকল জামা'তের মধ্যে মোট সংগ্রহের দিক থেকে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাজ্য। আর পুরো তালিকা হলো, যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে- পাকিস্তান, জার্মানী, আমেরিকা, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ২টি দেশ। (যুক্তরাজ্যের) আমীর সাহেব বলেছিলেন, ওয়াকফে জাদীদ খাতে এগিয়ে যাবেন, তিনি তার কথা রক্ষা করেছেন।

গত বছরের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে এরূপ ১০টি বড় জামা'তের মাঝে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, এরপর জার্মানী, তারপর আমেরিকা এবং এরপর অন্যান্য জামা'ত। যাহোক, এই হলো ৩টি বড় জামা'ত। ভারতও বেশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। আর কানাডা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জামা'ত, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারতের স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক কুরবানীর যে বৃদ্ধি হয়েছে তা এসব দেশের তুলনায় বেশি। এদিক থেকে ভারত ৫ম স্থানে রয়েছে।

এছাড়া আফ্রিকায় মোট সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামাতগুলোর মধ্যে, ১ম স্থানে রয়েছে ঘানা। এরপর ২য় স্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া, ৩য় বুরকিনা ফাসো, ৪র্থ তানজানিয়া, ৫ম বেনিন, ৬ষ্ঠ গাম্বিয়া, ৭ম কেনিয়া, ৮ম মালী, ৯ম সিয়েরালিওন এবং ১০ম কঙ্গো কিনশাসা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর মোট ১৮ লক্ষ ২১ হাজার সদস্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর এ বছর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৯ (উনানব্বই) হাজার। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলোর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে- ক্যামেরুন, সেনেগাল, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, ইন্দোনেশিয়া এবং এরপর অন্যান্য জামা'ত।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের দশটি শীর্ষ জামা'ত হলো, ১ম ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- অল্ডারশট, উস্টার পার্ক, বার্মিংহাম সাউথ, মসজিদ ফযল, পাটনী, জিলিংহাম, নিউ মল্ডেন, বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং হান্সলো নর্থ। আর রিজিওন বা অঞ্চলের দিক থেকে শীর্ষ ৫টি রিজিওন হলো যথাক্রমে- বাইতুল ফুতুহ রিজিওন, মসজিদ ফযল রিজিওন, মিডল্যান্ডস রিজিওন, ইসলামাবাদ রিজিওন এবং বাইতুল এহসান রিজিওন। আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (যুক্তরাজ্যের) শীর্ষ ১০টি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে অল্ডারশট, এরপর যথাক্রমে- রোহেম্পটন, পাটনী, ইসলামাবাদ, মিচাম পার্ক, চীম, লেমিংটন স্পা, উস্টার পার্ক, রেইন্স পার্ক এবং সার্বিটন।

পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে শীর্ষ ৩টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। মুদ্রামান হ্রাস পাওয়ার কারণে পাকিস্তান পেছনে চলে গেছে। গতবছরের মতো

মুদ্রামানও যদি থাকত তাহলে এবার পুনরায় পাকিস্তানই সবার শীর্ষে থাকত, (এক্ষেত্রে) যুক্তরাজ্যের খুব বেশি ভূমিকা নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার অবস্থানগত দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে- ইসলামাবাদ, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, গুজরাঁওয়ালা, মুলতান, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, ডেরাগাজী খান, মিরপুর খাস এবং পেশাওয়ার। মোট সংগ্রহের দিক থেকে (পাকিস্তানের) শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- ইসলামাবাদ শহর, টাউনশিপ লাহোর, ডিফেন্স লাহোর, দারুয্ যিকর লাহোর, গুলশানে ইকবাল করাচী, সামানাবাদ লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি শহর, আযীযাবাদ করাচী, গুলশানে জামে করাচী এবং দিল্লী গেইট লাহোর।

সেখানে এখন সব দিক থেকেই খারাপ অবস্থা বিরাজমান, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানেও মানুষ অনেক কুরবানী করে থাকে। আতফাল বিভাগে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামা'ত হলো, লাহোর প্রথম, করাচী দ্বিতীয় এবং রাবওয়া তৃতীয়। আর জেলাপর্যায়ে অবস্থান হলো, প্রথম স্থানে রয়েছে শিয়ালকোট। এরপর যথাক্রমে- গুজরাঁওয়ালা, সারগোধা, হায়দ্রাবাদ, ডেরাগাজী খান, শেখুপুরা, মিরপুর খাস, উমরকোট, ওকাড়া এবং পেশাওয়ার।

সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানীর পাঁচটি স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, ডিটসেন বাখ, গ্রস গেরাও এবং উইযবাদেন। ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে (জামানীর) শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- নয়েস, রোয়েডার মার্ক, নিডা, মাহদিয়াবাদ, ফ্লোরেস হাইম, ফ্রেডবার্গ, বেনযহাইম, লাঙ্গন, কোবলেন্য, হ্যানাও এবং পিনেবার্গ। আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (জার্মানীর) ৫টি শীর্ষ রিজিওন হলো যথাক্রমে- হিসেন সাউথ ওয়েষ্ট, হিসেন সাউথ ইষ্ট, হিসেন ভিটে টাউনস, হিসেন সাউথ এবং রায়েন লেন ফলয। যাহোক, যে নামই হোক না কেন জার্মানী (জামা'ত) নিজেরাই ঠিক করে নিবেন।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার শীর্ষ ১০টি জামাত হলো যথাক্রমে- মেরিল্যান্ড, সিলিকন ভ্যালী, লস এঞ্জেলেস, হিউস্টন, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সাউথ ভার্জিনিয়া, শিকাগো এবং নর্থ ভার্জিনিয়া।

সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার এমারতগুলো হলো যথাক্রমে- ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ভ্যানকুভার এবং মিসিসাগা। আর বড় জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, এডমিন্টন ওয়েস্ট, মিল্টন ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন মাউন্টেন, অটোয়া ইস্ট, অটোয়া ওয়েস্ট, এরিড্রাই, উইনিপেগ এবং এবোটস্ফোর্ড। আর আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে ৫টি উল্লেখযোগ্য এমারত হলো, ওয়াগন (আমার মনে হয় ভন হবে কিন্তু তারা উর্দুতে ওয়াগন করে দিয়েছে) ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ওয়েস্টার্ন এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। আতফাল বিভাগের ৫টি শীর্ষ জামা'ত হলো যথাক্রমে- ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, মিল্টন ওয়েস্ট, এরিড্রাই এবং হ্যামিল্টন মাউন্টেন।

ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে কেরালা, এরপর জম্মু কাশ্মীর (সেখানকার অবস্থা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তারা ২য় স্থানে রয়েছে), এরপর রয়েছে যথাক্রমে- কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। আর সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- পিথাপুরাম, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কালীকাট, বেঙ্গালুর, কিউবেটোর, কলকাতা, কেরোলাই, কেরাঙ্গ এবং পায়ানগাডী।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরভিক, মার্সডেন পার্ক, এডিলেইড সাউথ, মাউন্ট ড্রুইট, প্যানরিথ, ব্ল্যাক টাউন, ক্যানবেরা এবং পার্থ। অস্ট্রেলিয়ায় আতফালদের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে- মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন বেরভিক, মাউন্ট ড্রুইট, প্যানরিথ, লোগান ইস্ট, পার্থ, মার্সডেন পার্ক, ক্যাসেল হিল এবং লোগান ওয়েস্ট। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো

হলো, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, মেলবোর্ন বেরভিক, মাউন্ট ড্রুইট, ব্ল্যাকটাউন, এডিলেইড সাউথ, প্যানরিথ, ক্যানবেরা এবং পার্থ।

আজকাল সেখানেও (অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়াতে) আগুন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও কৃপা করুন আর তারাও সত্যিকার অর্থে নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হোক। যাহোক, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীরা সেখানে কুরবানী করছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীদের ইহজগতে ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে আর এ কারণে তাদের মুদ্রার কোন মূল্য নেই এবং এ কারণেই তাদের অবস্থানও নীচে নেমে গেছে। এরপরও তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না। অনুরূপভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়, যার প্রভাব অর্থনীতির ওপরও পড়ছে। এছাড়া এই অঞ্চলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবাদ অনুসারে ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও বেশ শোচনীয় আর সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অবস্থাও এমন যে, মনে হচ্ছে তারা সবাই নিজেদের ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও এখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ইরান, আমেরিকা ও ইস্রায়েল এর মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর মাঝে পারস্পরিক ঐক্য নেই। অতএব বিশ্বের ধ্বংস থেকে রক্ষা এবং খোদার পানে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপা করুন আর তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন।

নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে, আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কিন্তু অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। কাজেই এই বছরটি আশিসপূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা এই বছরটিকে এমনভাবে আশিসমণ্ডিত করুন যেন বিশ্বের সরকার প্রধানগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিশ্বকে ধ্বংসের পানে না নিয়ে যায়, বরং বিশ্বে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী যেন হয়। নিজেদের আমিত্বের কারণে স্বদেশের স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা যেন মানবতাকে ধ্বংস করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত না হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুবুদ্ধি দিন। মুসলিম দেশগুলো যেন মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে বিশ্বজুড়ে উড্ডীন করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয় আর বিশ্বে তৌহিদ বা খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী যেন হয়। এমন যেন না হয় যে, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতায় এতটা অগ্রসর হবে যে, সম্পূর্ণভাবে সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও তৌফিক দিন, আমরা যেন পূর্বের চেয়ে বেশি যুগ ইমামকে মানার দায়িত্ব পালনকারী হই আর এই দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করে বিশ্বের দরবারে একত্ববাদের পতাকা উত্তোলনকারী হই আর বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে নিয়ে আসতে সক্ষম হই আর এ লক্ষ্যে নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ নিয়োগকারী হই। আমরা যদি এই চেতনা না রাখি আর এই চেতনার সাথে দোয়া না করি আর নিজেদের দোয়ার মাধ্যমে নববর্ষে পদার্পণ না করে থাকি তাহলে আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন লৌকিকতাপূর্ণ শুভেচ্ছা হবে, যার কোন কল্যাণ নেই।

কাজেই নববর্ষের প্রকৃত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করছে, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ প্রত্যেক আহমদীর মাঝে এর চেতনা থাকা উচিত আর এজন্য নিজের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যবহার করা উচিত। আর নিজেদের দোয়া এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত, তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে এই বছরের প্রকৃত কল্যাণরাজি লাভ করতে সক্ষম হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।